ব্রি ধান১০৭

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১০৭ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ও উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ বোরো মৌসুমের একটি জাত। এ জাতটি স্থানীয় জাতটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক ২০১৫ সালে কৃষকের মাঠ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং পিউর লাইন সিলেকশন (Pureline Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। ব্রি গাজীপুরের গবেষণা মাঠে নির্বাচিত পিউর লাইনটি ৩ বৎসর ফলন পরীক্ষার পর ২০১৯ সালে ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহের গবেষণা মাঠে ও ২০২০ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলে কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর ২০২২ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কতৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় (পিভিটি) সন্তোষজনক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দল কতৃক সুপারিশের পর জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য আবেদন করা হয়। অতঃপর ৯ জানুয়ারী ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১১ তম সভায় এ জাতটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ও উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ বোরো মৌসুমের জাত ব্রি ধান১০৭ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৩ সে.মি.।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৬.১ গ্রাম।
- ধানের দানার রং খড়ের মতো।
- চালের আকার আকৃতি অতি লম্বা, চিকন এবং রং সাদা।
- চালে অ্যামাইলোজ এর পরিমাণ ২৯.১% এবং ভাত ঝরঝরে।
- এটি একটি উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ধানের জাত।
- চালে প্রোটিন এর পরিমাণ ১০.০২%।

ব্রি ধান১০৭

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১০৭ এর জীবনকাল ব্রি ধান৫০ এর প্রায় সমান। এ ধানের গুনগত মান ভাল অর্থাৎ চালের আকৃতি অতি লম্বা চিকন (৭.৬ মি.মি.)। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় দশটি অঞ্চলে ব্রি ধান৫০ এর চেয়ে ব্রি ধান১০৭ প্রায় ১৭.৬৭% বেশি ফলন দিয়েছে। এ জাতের হেক্টরে গড় ফলন ৮.১৯ টন। উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে এ জাতটি হেক্টরে ৯.৫৭ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১৪৮ দিন।

ফলন: ব্রি ধান১০৭ এর গড় ফলন ৮.১৯ টন/হেক্টর। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৯.৫৭ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১০৭ বোরো মৌসুমে দেশের প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো জাতের মতোই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ১-২০ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর।
২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।
৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ১৫ সে.মি
৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।
৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
৩০০	১০০	১৬৫	১১২	১১

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় তিন কিস্তি ইউরিয়া সারের প্রথম কিস্তি, সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি রোপনের ২০-২৫ দিন পর অর্থাৎ গোছায় কুশি দেখা দিলে এবং ৩য় কিস্তি রোপনের ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান১০৭ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিত।
৭. **আগাছা দমন:** চারা রোপণের পর অন্তত ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমানে রস থাকা প্রয়োজন।
৯. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১-১৫ বৈশাখ অর্থাৎ ১৪ থেকে ২৮ এপ্রিল। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ পরিপক্ক হলে দেরি না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd